দৈনিক বাংলা

030

তারিখ ... 2/3/88 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 3 ...

সম্পাদকীয়

# বই মেলা ও সংস্কৃতি

একুশের মেলায় এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি বই বিক্রি হয়েছে, এ নিঃসন্দেহেই আমাদের সমাজের জন্যে সুখবর। মেলায় বিক্রি হয়েছে শুধু বাংলাদেশী বই। মোট ৫৫টি প্রকাশনী ও বই বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবারের বইমেলায় অংশ নিয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসে শুধু বাংলা একাডেমীই তিন লক্ষ টাকার বই বিক্রি করেছে।

বই সম্পর্কে এই আগ্রহ, বই কেনায় এই উৎসাহ সত্যি একটি উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। অধ্যয়ন অনুশীলন ছাড়া কোন সমাজ কোন দিন বড় হতে পেরেছে এমন নজীর নেই। আমাদের দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই শিক্ষা-বঞ্চিত। বই, সংবাদপত্র ইত্যাদির কম কাটতি হওয়ারই কথা আমাদের দেশে। কাটতি তুলনামূলকভাবে কমই। কিন্তু আশার কথা, যতদিন যাচ্ছে, আমাদের দেশে জ্ঞানের চর্চা বিস্তারিত হচ্ছে, বইপত্র সম্পর্কে মানুষের আগ্রহও বাড়ছে। এর মূলে নিঃসন্দেহেই রয়েছে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীকালে ঢাকা নগরীতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটি চমৎকার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বৃটিশ আমলে কলকাতাই ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র। তখন এই জনপদ ছিল একেবারেই উপেক্ষিত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাখছে নতুন স্বাক্ষর।

এবার একুশের মেলায় যারা বেশি বই কিনেছেন তারা বয়সে তরুণ। এও একটি শুভ লক্ষণ। আমাদের তরুণদের মধ্যে সমাজকে জানার এবং নিজেদের প্রকাশ করার যে সৃজনশীল প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক।

জ্ঞানের অবাধ চর্চা একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়, চিত্তের প্রসার সাধন করে। এবং জ্ঞানচর্চার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে লেখালেখি, বই প্রকাশনা, প্রচার ও বিক্রি। জীবনের নানা দিককে স্পর্শ করে বই যাতে আরও বেশি প্রকাশিত হয়, বই যাতে আরও সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সে ব্যাপারে সরকার ও পুস্তক প্রকাশক, ক্রেতা-বিক্রেতা এবং বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। প্রকাশনা শিল্পের যেসব সমস্যা আছে সেগুলি সমাধানের জন্যেও সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়ার দরকার আছে।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করছে। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির চর্চায় আমাদের স্বকীয়তা যাতে প্রতিফলিত হয়, এদেশের জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে প্রতিবিম্বিত হয় সেদিকেও বুদ্ধিজীবী সমাজকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বিদেশী বই বা বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা অনীহাগ্রস্ত নই, সব জানালাই আমরা খুলে রাখব, কিন্তু নিজের ঘর নিজেরাই নিজের মত করে সাজাব।

গ্রন্থমেলার সাফল্যের জন্যে বাংলা একাডেমী নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবীদার। আগামী বছর এবারের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এটাই আমরা আশা করি। আমরা মনে করি আরও বইমেলা, বিশেষ করে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া দরকার।